যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৪৬

১/ বিবিধ

আরবী

من دخل المقابر، فقرأ سورة (يس) خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات

موضوع

أخرجه الثعلبي في " تفسيره " (3/161/2) من طريق محمد بن أحمد الرياحي: حدثنا أبي: حدثنا أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعا

قلت: وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل

الأولى: أبو عبيدة. قال ابن معين: مجهول

الثانية: أيوب بن مدرك متفق على ضعفه وتركه، بل قال ابن معين: " كذاب ". وفي رواية: " كان يكذب ". وقال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة موضوعة، ولم يره

قلت: فهو آفة هذا الحديث

الثالثة: أحمد الرياحي، وهو أحمد بن يزيد بن دينار أبو العوام، قال البيهقي: " مجهول ". كما في اللسان

وأما ابنه محمد، فصدوق له ترجمة في " تاريخ بغداد " (1/372)

وقال الحافظ السخاوي في " الفتاوى الحديثية " (ق 19/1)

" رواه أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال بإسناده عن أنس مرفوعا. كما في " جزء وصول القراءة إلى الميت " للشيخ محمد بن إبراهيم المقدسي، وقد ذكره القرطبي وعزاه للطبراني عن أنس، إلا أنني لم أظفر به إلى الآن. وهو في " الشافي لأبي بكر عبد العزيز صاحب الخلال الحنبلي كما عزاه إليه المقدسي، وأظنه لا

يصح
قلت: لووقف على إسناده لجزم بعدم صحته، فالحمد لله الذي أوقفنا عليه، حتى استطعنا الكشف عن علته. فله الحمد والمنة
وقد روي الحديث بلفظ آخر يقال عند المحتضر وهو موضوع أيضا، وسيأتي برقم
□□□□

বাংলা

১২৪৬। যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সেদিন তাদের থেকে তাদের শাস্তিকে লাঘব করা হবে এবং সে (প্রবেশকারী) ব্যক্তির জন্য গোরস্থানের মৃত ব্যক্তির সংখ্যায় সাওয়াব (লিপিবদ্ধ করা) হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি সালাবী তার “তাফসীর” গ্রন্থে (৩/১৬১/২) মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ রাবাহী সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আইয়ূব ইবনু মুদরিক হতে, তিনি আবূ ওবায়দাহ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধারাবাহিকভাবে সমস্যা জর্জরিতঃ

১। আবু ওবায়দাহ সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি মাজহুল।

২। আইউব ইবনু মুদরিক সকলের ঐকমত্যে দুর্বল এবং মাতরূক। বরং তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি মিথ্যুক। তিনি তার সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় বলেনঃ তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি মাকহুলের উদ্ধৃতিতে একটি বানোয়াট পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন যেটিকে মাকহুল দেখেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনিই হাদীসটির বিপদ।

৩। মুহাম্মাদের পিতা আহমাদ আর-রিয়াহী হচ্ছেন আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে দীনার আবুল আওয়াম। তার সম্পর্কে ইমাম বাইহাকী বলেনঃ তিনি মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে। আর তার ছেলে মুহাম্মাদ হচ্ছেন সত্যবাদী “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১/৩৭২) তার জীবনী আলোচিত হয়েছে।

হাফিয সাখাবী "আল-ফাতাওয়াল হাদীসাহ" গ্রন্থে (কাফ ১/১৯) বলেনঃ ’হাদীসটিকে খাল্লালের সাথী আবু বাকর আব্দুল আযীয তার সনদে আনাস (রাঃ) হতে মারফূ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম মাকদেসীর “জুযউ ওসূলিল কিরাআতে ইলাল মাইয়েতে” গ্রন্থে এসেছে। এটিকে কুরতুবীও উল্লেখ করেছেন এবং আনাস (রাঃ) হতে ত্বাবারানীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি (সাখাবী) এখনও ত্বাবারানীতে পেতে সক্ষম হইনি।

হাদীসটিকে খাল্লালের সাথী আবু বাকর আব্দুল আযীয এর "আশশাফী" গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে যেমনটি মাকদেসী তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আমার ধারণা হাদীসটি সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি যদি হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হতেন তাহলে দৃঢ়ভাবেই সহীহ নয় কথাটি বলতেন। আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমাদেরকে হাদিসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত করেছেন ফলে আমরা তার সমস্যা উদঘাটন করতেও সক্ষম হয়েছি।

হাদীসটিকে অন্য ভাষায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীর নিকট পাঠ করা মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেটিও বানোয়াট। সেটি সম্পর্কে (৫২১৯) নম্বরে আলোচনা আসবে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72125

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন